বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ১৮৩৮ - ১৮৯৪

উপন্যাস

প্রথম উপন্যাস - ইংরাজিতে লেখা -
Rajmohan's wife - 1864 সালে Indian Field
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত।

কাব্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ -
ললিতা তথা মানস - ১৮৫৬ প্রকাশিত

- দুর্গেশনন্দিনী - ~~[illegible]~~ ১৮৬৫
কপালকুণ্ডলা - ১৮৬৬
মৃণালিনী - ১৮৬৯
বিষবৃক্ষ - ১৮৭৩ - বঙ্গদর্শন
ইন্দিরা - ১৮৭৩ - বঙ্গদর্শন
যুগলাঙ্গুরীয় - ১৮৭৪ - বঙ্গদর্শন
চন্দ্রশেখর - ১৮৭৫ - বঙ্গদর্শন
রজনী - ১৮৭৭ - বঙ্গদর্শন
কৃষ্ণকান্তের উইল - ১৮৭৮
রাজসিংহ - ১৮৮২ - বিশুদ্ধ ~~[illegible]~~ ঐতিহাসিক উপন্যাস
আনন্দমঠ - ১৮৮২ - (বন্দেমাতরম গানটি প্রথম সংকলিত)
দেবী চৌধুরানী - ১৮৮৪
রাধারানী - ১৮৮৬ - বঙ্গদর্শন
সীতারাম - ১৮৮৭

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয় - আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী,
সীতারাম - উপন্যাস তিনটিকে।

- দুর্গেশনন্দিনী - উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তে মুঘল - পাঠানদের সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। [illegible] মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ, পাঠান রাজকন্যা আয়েষার এবং গড়মান্দারণের দুর্গাধিপতি তিলোত্তমার [illegible] ও বীর্য্য [illegible] উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মুঘল যুগে জাহাঙ্গীরের শাসনকাল পটভূমি, হিসাবে বর্ণিত। মূলত কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি-নবকুমারের কাহিনি প্রাধান্যলাভ করেছে। কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত কপালকুণ্ডলা সমাজজীবনের প্রেমপ্রীতির প্রতি কোনো আসক্তি অনুভব করে না। নিঃসঙ্গ জীবনে প্রকৃতির সহজ স্বভাব তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে চালিত। তাকে ভালোবেসে নবকুমারের [illegible] [illegible] তবু আশ্রয় পেল না। ট্রাজেডির [illegible] হাহাকারের উপন্যাসটি শেষ হল।

পদ্মাবতী / মতিবিবি

মৃন্ময়ী / কপালকুণ্ডলা,

মৃণালিনী - বাংলায় [illegible] তুর্কীর আক্রমণ বর্ণিত। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে পশুপতি প্রমুখ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানগণ বাংলাদেশ অধিকার করল - এই উপন্যাসে সেই কাহিনির প্রেক্ষাপটে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধ প্রথম প্রকাশ পেয়েছে।

যুগলাঙ্গুরীয়ে: হিন্দু আমলের [illegible] সমকালেও [illegible]-অভিপ্রায়যুক্ত কোনো ইতিহাসের মর্ম নেই। কাহিনি ও চরিত্র উপন্যাসলক্ষণ তেমনভাবে ফোটেনি।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাশিম ও ইংরেজদের সংঘর্ষের পটভূমিতে পারিবারিক জীবনের সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রতাপ-শৈবলিনীর আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র এর প্রধান বস্তু। লেখক নীতির মানদণ্ডে প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্ক বিচার করেছেন এবং চিত্তসংযমে অসমর্থ শৈবলিনীকে মানসিক যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়েছেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল নীতি ও সংযমের দ্বারা চালিত হয়েছেন।

সীতারাম - মুঘল আমলের শেষাংশ পটভূমিকার হিসাবে গৃহীত হয়েছে। জমিদার সীতারাম মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু নারী রূপমোহে মুগ্ধ সীতারাম শেষ পর্যন্ত

Scanned with CamScanner

সবকিছু হারাতে বাধ্য হল। অথচ এই নারী শ্রী ওর বিবাহিত পত্নী। প্রবৃত্তির মোহে চরিত্রধর্ম খুইয়ে কতদূর সর্বনাশ হতে পারে তাই এখানে উপস্থাপনা হয়েছে।

রাজসিংহ – রাজপুতানার চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিবাহের ইচ্ছা এবং সে থেকে ঘটে রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ, সেই বিরোধেই রাজসিংহের জয়লাভ ও চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিবাহ – মূল ঘটনা এবং এ ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত।

প্রথম সংস্করণে রাজসিংহ উপন্যাসের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩
৯০
দ্বিতীয় " " "
" " ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।
১৮৯৩ – চতুর্থ "

রাজসিংহ উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য হল, হিন্দুদের বাহুবলের যে অভাব ছিল না তা প্রতিপন্ন করা।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ (চতুর্থ সংস্করণ পড়ে) সমালোচনা করেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকায়

আনন্দমঠ – ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। অনুশীলন তত্ত্ব ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে দেশসেবী সন্তানদল সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ~~[illegible]~~ ~~[illegible] বিষয়~~। ~~[illegible] এর [illegible]~~ আনন্দমঠের প্রধান ও প্রথম সুর দেশাত্মবোধই। মুঘল যুগের সমাপ্তি ও ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এর পটবিস্তার।

দেবী চৌধুরানী – পুরাতন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত এক মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনি হলেও এর অন্তরালে আছে নীতি তত্ত্ব-নির্ভর ঐতিহাসিক- বঙ্কিমের একান্তের হৃদ্য ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরণ ঘটিত তত্ত্বকথা। প্রফুল্ল নারী এক অতি সাধারণ কুলবধূ যাকে শ্বশুরের একগুঁয়েমির জন্য স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল নানা ঘটনাচক্রে তাকেই হতে হল [illegible] দস্যুনেত্রী দেবীচৌধুরানী। প্রফুল্ল চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমের শিল্পী মনই জয়ী হয়েছে।

রজনী: উপন্যাসের গঠনরীতি অভিনব। লেখক লবঙ্গলতার আত্মকথন, সহযোগে কাহিনীটি ৩ টি চরিত্রগুলির মাধ্যমে. সার্থক করা হয়েছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত The last days of Pompeii উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধা রজনীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন, এই উপন্যাসে লবঙ্গের প্রতি অমরনাথের মনস্তাত্ত্বিক দিকের হস্তক্ষেপের এবং উন্নতি অনেকটাই তাঁর কাহিনী- রজনীর রোমান্টিক অনন্য সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

বিষবৃক্ষ- একটি সামাজিক সমস্যা। সূর্যমুখী- নগেন্দ্রনাথ ও বাল্যবিধবা কুন্দনন্দিনীর জীবন কথা নিয়ে রচিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, এই বিষবৃক্ষ থেকে ঘরে ঘরে অমৃতফল ~~ফলুক~~ উঠুক, সুতরাং নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা এ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য।

কৃষ্ণকান্তের উইল - উপন্যাসে - গোবিন্দলালের চরিত্রে রূপমোহের তীব্রতা এবং বিবেকযন্ত্রণার দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করেছিল। পরে গোবিন্দলালের জীবনে বিনাশের ছায়া নিল। রোহিণী গোবিন্দলালের হাতে মৃত্যুবরণ করল।

এ উপন্যাসে নারীর আকাঙ্ক্ষার ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, মানুষের নৈতিক চৈতন্যে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ কথাও ঠিক যে, হিন্দুর নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সম্পর্ক বিচার করেছেন, এবং সামাজিক নীতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক কামনার সংঘর্ষ হলে অর্থাৎ ভোগের সঙ্গে মঙ্গলনীতির দ্বন্দ্ব হলে আদর্শবাদী এবং হিন্দুর সামাজিক, নীতির সংরক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র ভোগের কথা উপেক্ষা করে আদর্শ ও নীতির জয় ঘোষণা করতে সংকুচিত হলেন না।